তারের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

তদন্ত কমিশনে সাক্ষ্য কাল থেকে

মেয়েরা সাক্ষ্য দেবে কিভাবে?

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে ২৩ জুন গভীর রাতে ছাত্রীদের ওপর পুলিশি বর্বরতার ঘটনা তদন্তে কাল থেকে বিচার বিভাগীয় কমিশন সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করবে। তবে প্রশ্ন উঠেছে পুলিশি নির্যাতনের প্রত্যক্ষদর্শীরা সাক্ষ্য দেবে কিভাবে। কারণ একটি ঢাকায় থাকা কতিপয় নির্যাতিত ছাত্রীকে ধারাবাহিকভাবে সাক্ষ্য না দেওয়ার জন্য ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। অন্যদিকে অধিকাংশ প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রী গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। কমিশন তিনদিন ধরে পর্যায়ক্রমে ঐ রাতে শামসুন্নাহার হলের নির্যাতিত ও প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রী, কর্তব্যরত পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, ছাত্রসহ আরো ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

মেয়েরা সাক্ষ্য দেবে কিভাবে?

● প্রথম পাতার পর

অনেকের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে। এ পর্যন্ত ১৫ জন ছাত্রী সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কমিশনের কাছে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন।

এদিকে ঐ রাতে ঘটনায় নির্যাতিত ছাত্রীদের টেলিফোনে এবং বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। তাই কমিশনের তদন্ত সঠিকভাবে হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং হল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করায় শামসুন্নাহার হলের সকল ছাত্রী হল ছেড়ে গ্রামের বাড়ি চলে গেছে। দুইএকজন ঢাকায় আত্মীয়স্বজনের কাছে থাকলেও তারা নিরাপত্তার অভাবে আত্মগোপন করে আছে। নির্যাতিত কয়েকজন ছাত্রী জানায় আমাদের বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে না যাওয়ার জন্য। তাই তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে সত্য উঠে আসবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন সহকারী প্রক্টর যৌথভাবে একটি লিখিত বক্তব্য তদন্ত কমিশনের কাছে পাঠিয়েছেন। সূত্র জানায়, তারা তাদের লিখিত বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাফাই গেয়ে আগের মতোই মিথ্যা বক্তব্যই উপস্থাপন করেছেন।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের প্রধান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম এই সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। ১ আগস্ট শামসুন্নাহার হলের নির্যাতিত ও গ্রেপ্তারকৃত ছাত্রীদের ২ আগস্ট অসমাপ্ত সাক্ষ্যসহ পুলিশ পুলিশ সদস্যদের সাক্ষ্য গ্রহণ এবং ৩ আগস্ট পুলিশ সদস্যদের অসমাপ্ত সাক্ষ্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

ঢাকা কলেজ সংলগ্ন কমিশনের অস্থায়ী অফিস ন্যাশনাল একাডেমী ফর এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট (নায়েম) ভবনের ৩০৭ নম্বর রুমে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, গত ২৫ তারিখে শামসুন্নাহার হলের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এক সদস্যবিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামকে তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়।

৭দিনের মধ্যে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট দেওয়ার কথা থাকলেও গত ২৮ জুলাই এই বিচারপতিকে তদন্ত কমিশননের দায়িত্ব দেওয়া হয় বলে জানা যায়। সে মোতাবেক ৩ আগস্টের আগে কমিশনের রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব নয় বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশ করা সম্ভব না হলে কমিশন মেয়াদ বাড়ানোর জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাবে বলে সূত্র জানায়।